OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 295 - 303
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 295 - 303
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও বিপ্লবী আদর্শ : ‘পথের দাবী’ উপন্যাসের আলোকে একটি বিশ্লেষণ

মানস কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ডোমকল কলেজ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID: manasdas725@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Imperialism, Non-violent, Non-Cooperation, Satyagraha, Nationalism, Revolutionary Movement.

Abstract

Sarat Chandra Chattopadhyay is widely regarded as one of the most eminent and influential novelists of Bengali literature, whose works continue to remain popular and relevant among Bengali and Indian readers. Along with his literary identity, he was also an active political personality, which is why nationalist and political elements are clearly reflected in his literary works. As a conscious citizen of a colonized country suffering under British imperial exploitation, Sarat Chandra deeply felt the painful reality of subjugation, and this experience led to the emergence of his political consciousness.

The development of his patriotism and political thought was not confined merely to theoretical reflection; rather, it was shaped by his practical experiences and realizations in life, which complemented his literary creations. As a writer, he considered it his moral duty to use his pen for the liberation of his enslaved country, and he fulfilled this responsibility with remarkable dedication throughout his life. Consequently, his intense protest against British rule is evident in novels such as Pather Dabi, Asamapta Jagaran, and the unfinished unpublished work Agamikal, as well as in essays like Taruner Bidroha and Satya O Mithya.

Among these works, his timeless political novel Pather Dabi (published in 1926) stands out as a powerful critique of British imperialism. The novel was so critical of colonial rule that the British government was compelled to confiscate it and ban its publication.

The purpose of this research paper is not merely to evaluate Sarat Chandra as a literary figure, but rather to analyse the political ideas embedded in his writings. Furthermore, it seeks to examine how his political thoughts and nationalist consciousness are expressed through literature. Finally, the paper also attempts to explore the contemporary relevance of Sarat Chandra’s political ideas.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 295 - 303
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভূমিকা : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন এবং তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও কথাশিল্পী হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর সাহিত্যকর্ম ভাষার সরলতা, আবেগের গভীরতা এবং গভীর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বিশেষভাবে সমাদৃত। তবে শরৎচন্দ্রের গুরুত্ব কেবল তাঁর সাহিত্যসাধনায় সীমাবদ্ধ নয়; তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিকপর্বে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের জীবনকাল (১৮৭৬–১৯৩৮) ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক অতি অশান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ সময়পর্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার প্রায় নয় বছর পূর্বে তাঁর জন্ম এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় নয় বছর পূর্বে তাঁর প্রয়াণ ঘটে; ফলে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার ক্রমবিকাশ তিনি গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেন। আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণে জর্জরিত একটি পরাধীন দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে পরাধীনতার যে-জ্বালা শরৎচন্দ্র অন্তরে অনুভব করেছিলেন, তারই ফলশ্রুতি পরিলক্ষিত হয়েছিল তাঁর রাজনৈতিক ভাবনায়। অর্থাৎ তাঁর স্বদেশচেতনা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা কোনো বিমূর্ত মতাদর্শগত কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; বরং তা ছিল বাস্তব-জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ফল। বস্তুতঃ তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি ও স্বদেশচিন্তা ছিল পরস্পর পরিপূরক। শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে সাহিত্য জনমত গঠন এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এই কারণে তিনি তাঁর সাহিত্যকে কেবল নান্দনিক প্রকাশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং এটিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা জাগরণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি মনে করতেন যে, পরাধীন দেশের সাহিত্যিকের অবশ্য কর্তব্য স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য লেখনী ধারণ করা। সে-কর্তব্য তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তাঁর মতে—

> "...রাজনীতিতে যোগদান করা প্রতিটি দেশকর্মীর কর্তব্য। আমাদের দেশের আজকের এই রাজনৈতিক আন্দোলন দেশের মুক্তিসংগ্রাম ছাড়া আর কিছু নয়, সবার আগে সাহিত্যিকদের এই আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত। জনমত জাগ্রত করার গুরুভার পৃথিবীর সব দেশে সাহিত্যিকদের উপরে। যুগে-যুগে তারাই তো মানুষের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছে।"[1]

অর্থাৎ শরৎচন্দ্র কেবল যে একজন বিরাট মাপের সাহিত্যিক ছিলেন তাই নয়, তিনি যে কতখনি রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি ছিলেন তা তাঁর এই বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর রাজনৈতিক চেতনা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঔপনিবেশিক ভারতের বিস্তৃত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। যদিও তিনি প্রথমে *শ্রীকান্ত, দেবদাস, চরিত্রহীন* এবং *নিষ্কৃতি* প্রভৃতি উপন্যাসের মাধ্যমে একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেন, তবু ক্রমে তাঁর সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি তাঁর সম্পৃক্ততা অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯১৬ সালে বার্মা থেকে তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তন তাঁর জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক নির্দেশ করে, যা কেবল সাহিত্যিক সাফল্যের ক্ষেত্রেই নয়, জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে তাঁর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১৯২০-এর দশকে ভারতে গণভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্থান, বিশেষত মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনসমূহ, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন সূচিত হলে তিনি সক্রিয়ভাবে তাতে যোগদান করেন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অনুরোধে তিনি ১৯২১ সালে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদও লাভ করেন। সেই অর্থে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে শরৎচন্দ্রের 'রাজনৈতিক গুরু' হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। দেশবন্ধুর বেশ কিছু অনুগামীর সাথেও শরৎচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সুভাষচন্দ্র বসু, নির্মলচন্দ্র, হেমন্ত কুমার সরকার ও ডঃ যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত প্রমুখ।[2] এমনকি ১৯২১ থেকে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ একটানা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 295 - 303
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৬ বছর হাওড়া জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছিলেন। হাওড়া জেলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁর অবদান সমসাময়িকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। ‘স্বাধীনতা আন্দোলনে হাওড়া জেলা’ গ্রন্থের লেখক দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তীর কথায়—

> “অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাদ দিয়ে হাওড়া জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনকে ভাবা যায় না। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সারা হাওড়া জেলাতেই শরৎবাবুর চেয়ে অধিকতর জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ কেউ ছিলেন না।”[৩]

এমনকি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও ভারতীয় রাজনীতিতে শরৎচন্দ্রের সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন।[৪]

সক্রিয়ভাবে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ : ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে কংগ্রেসের অনেক বড় বড় নেতাও এই সত্যাগ্রহ দ্বারা স্বাধীনতা আসবে কিনা তা নিয়ে সন্দিগ্ধ ছিলেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি শরৎচন্দ্রের অসীম আস্থা ছিল এবং তিনি মহাত্মা গান্ধীর ‘অহিংস অসহযোগের’ মূল সুরটি উপলব্ধি করেছিলেন। দেশবন্ধুর বাড়িতে একদা শরৎচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীকে বলেছিলেন—

> “মহাত্মাজী, আপনি অসহযোগরূপী একটি অভেদ্য অস্ত্রের আবিষ্কার করেছেন। যদি সরকারের সঙ্গে জনতা অসহযোগিতা করে তাহলে একদিনেই সরকার শেষ হয়ে যাবে। তখন আর একবছর নয়, চব্বিশ ঘন্টার ভেতরে আমরা স্বরাজ পেয়ে যাব।”[৫]

তাই একজন কংগ্রেস কর্মীর নীতি হিসাবে তিনি সক্রিয়ভাবে বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। এমনকি এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণের সময় তাঁর প্রাণ সংশয়ও দেখা দিয়েছিল। যার উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে জুন লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠি থেকে। তিনি লিখেছেন—

> “দু’বছর আগের মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দিনের কথাগুলো নিরন্তর মনে পড়ে। আমি ছিলাম একজন ভলানটিয়ার— আমার পাশের লোক এবং সুমুখের ৬/৭ জন যখন ‘জান গিয়া’ বলে গুলি খেয়ে পড়ে মরে গেল— তখন আমি পালাই নি, কিন্তু আমার [গুলি] লাগেনি। অনেকদিন আশ্চর্য্য হয়েছি সেদিন কি ক’রে মেশিনগানের গুলি লাগেনি?”[৬]

অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হলেও বহু পূর্ব থেকেই তাঁর মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী মানসিকতার স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় শরৎচন্দ্র ছিলেন সুদূর বর্মায়। এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও তার পরবর্তীকালে রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ আন্দোলন দেখা দেয়— তখনও তিনি রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে দূরেই ছিলেন। কিন্তু মানসিক দিক থেকে তিনি যে সর্বদা এসবের নৈকট্য অনুভব করতেন তার পরিচয় পাই তাঁর নানা প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে। ব্রিটিশের বঙ্গভঙ্গ প্রয়াসকে একদিন ‘Unsettled’ করার জন্য তিনি বাংলার তরুণ-যুবসম্প্রদায়কে অভিনন্দিত করেছিলেন।[৭] পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালে ইংরেজ সরকারের রাওলাট আইনের প্রতিবাদে কলকাতায় যে মিছিল হয়েছিল, তাতে শরৎচন্দ্র একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন। আবার পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ লাহোরে সংঘটিত এক মিছিলের উপর ব্রিটিশ পুলিশের লাঠি চালনার ঘটনাও যে তাঁকে বিচলিত করেছিল তা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট লাহোরের দৈনিক ‘ট্রিবিউন’ (Tribune) পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত অমল হোমকে লেখা একটি চিঠি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। এই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, “অমল ‘ভারতী’র আড্ডায় সেদিন শুনলাম তোমারও নাকি খুব ফাঁড়া গিয়েছে। ইংরেজের মারমূর্তি খুব কাছ থেকেই দেখে নিলে ভাল করে। এ একটা কম লাভ নয়। আমাদের মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিল। দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর কতটা পশু হতে পারে তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল এতদিন-এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল।” এর মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট হয়েছে। এমনকি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয়দের যে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 295 - 303
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মোহ ছিল এবং এই ঘটনার পর কিছুটা হলেও যে ব্রিটিশদের প্রতি ভারতীয়দের বিশেষত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মোহভঙ্গ হবে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সর্বোপরি তৎকালীন সময়ে ভারতের রাজনীতির প্রসঙ্গটি যে সমকালীন বাংলার সাহিত্য পত্রিকা গোষ্ঠীগুলির আলাপ-আলোচনার একটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাও এই চিঠি থেকে স্পষ্ট। কারণ শরৎচন্দ্র এখানে উল্লেখ করেছেন যে 'ভারতী'র আড্ডার আসরে জালিওয়ানওয়ালাবাগ ঘটনায় অমল হোমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা তিনি শুনেছেন। তবে এই দূর্বিসহ যন্ত্রনার পাশাপাশি এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইটহুড' ত্যাগ করলে শরৎচন্দ্র যে কত আনন্দিত হয়েছিলেন তার আভাস পাওয়া যায় অমল হোমকে লিখিত পত্রের অপর অংশে। এখানে তিনি লিখেছেন—

> "আর এক লাভ— দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন ক'রে পেলাম রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন। 'নারায়ণ' এর সময় সি. আর. দাশ একদিন, আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশ সাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কি না বলুন।"[৮]

বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ : তিনি কংগ্রেসের অহিংস সংগ্রামে বিশ্বাসী হলেও, সশস্ত্র সংগ্রামী আন্দোলনের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট সমর্থন ছিল এমনকি বহু সশস্ত্র বিপ্লবীর সাথে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স দলের সর্বাধিনায়ক প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ, কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী বিপ্লবী শচীন সান্যাল প্রভৃতি ছাড়াও বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু রায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলী প্রভৃতি খ্যাতনামা বিপ্লবীদের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল।[৯] জনশ্রুতি, শরৎচন্দ্র বহু বিপ্লবীকে নিজের রিভলবার ও বন্দুকের গুলি এবং অর্থ দিয়েও সাহায্য করতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনকেও তিনি তাঁর বৈপ্লবিক কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কংগ্রেসের অহিংস সংগ্রামে বিশ্বাসী হয়েও তিনি কেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—

> "দেখ, সন্ত্রাসমূলক আন্দোলনকে আমি সমর্থন করি না সত্য, কিন্তু তবুও কী জানি এই বিপ্লবীদের উপর আমার একটু সহানুভূতি আছে। আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য যে যে-পথেই কাজ করুক-না-কেন, আমি সকলকেই শ্রদ্ধা করি। সেই জন্যই আমি এঁদের খোঁজ-খবরও রাখি এবং নিজের সাধ্যমত কিছু কিছু সাহায্যও করে থাকি।"[১০]

অর্থাৎ বিভিন্ন বিপ্লবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত মেলামেশার অভিজ্ঞতার জেরে তাঁদের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল শরৎচন্দ্রের। আর সেই সব ধারণা কাজে লাগিয়েই 'পথের দাবী'র কেন্দ্রীয় চরিত্র সব্যসাচীকে সৃষ্টি করতে তিনি সফল হয়েছিলেন।

তিনি জাতীয় কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হলেও তিনি মনে করতেন গান্ধী প্রদর্শিত অহিংসার রাস্তাই ভারতের স্বাধীনতার একমাত্র পথ নয়। এই কারণে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের কর্মকান্ডকে যে সমস্ত গান্ধীবাদী কংগ্রেসি নেতৃবর্গ 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়েছিলেন এবং তাঁদের কার্যকলাপ ও পন্থাকে ভ্রান্ত ও দেশের স্বাধীনতার পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করতেন শরৎচন্দ্র তাদেরও বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে—

> "আমরা ননভায়োলেন্স গ্রহণ করেছি, কিন্তু যারা তা করেনি, করেনি বলেই যে তারা ভ্রান্ত একথা কি করে বলা যায়? ভারত উদ্ধার আমাদের পক্ষেই হবে, অন্য কোন পথে হবে না এরই বা নিশ্চয়তা কোথায়? হাসতে হাসতে যারা ফাঁসীতে ঝুলেছে তারা দেশের স্বাধীনতাকে পেছিয়ে দিচ্ছে এ কথার মধ্যে গোঁড়ামী ছাড়া আর কি থাকতে পারে? ... যাদের জীবনে সবচেয়ে ধ্রুব সত্য হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা, সমান আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গে যারা ভায়োলেন্সের পথ গ্রহণ করেছে, ফাঁসীতে প্রাণ দিয়ে যারা স্বাধীনতার রাস্তা তৈরী করেছে, তাঁদেরও সমান শ্রদ্ধা করি, তাঁরা আমার নমস্য।"[১১]

এছাড়া বিপ্লবীদের সামাজিক মর্যাদা দানের পথিকৃৎও ছিলেন শরৎচন্দ্র। ১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর পাশাপাশি বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী এবং ১৯২৪ সালে রেগুলেশন আইন (Regulation III of 1818) ও Bengal Ordinance Act -দ্বারা ধৃত প্রায় দুই শতাধিক রাজবন্দীদের মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু এই মুক্তিপ্রাপ্ত বিপ্লবীরা কারামুক্তি পেলেও দেশের জনগন ব্রিটিশ পুলিশের ভয়ে তাদের সাথে যথাসম্ভব দূরত্ব

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 295 - 303
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বজায় রেখে চললো। এমনকি জাতীয় কংগ্রেস বা স্বরাজ্য দলের নেতৃবর্গ কেউই তাদের উপযুক্ত মর্যাদা বা তাদের একটা সংবর্ধনা পর্যন্ত দিল না। কিন্তু, স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা না হয়েও হাওড়া জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শরৎচন্দ্রই হাওড়া টাউন হলে প্রথম তাদের সংবর্ধনার বন্দোবস্ত করলেন। এই সময় তিনি কংগ্রেসের ইংরেজ-তোষণ-নীতি ও আপোষকামী মনোভাবের বিরোধিতা করে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন—

> "কংগ্রেসের কাজ করতে করতে যারা ধরা পড়লো, রাজবন্দী হল, আজ কংগ্রেস তাদের বরণ করবে না কেন? সম্বর্ধনা জানাবে না কেন? গভর্ণমেন্ট তাদের রেভেলিউশনারি বলেছে বলে? ...গভর্ণমেন্ট কি হবে আমাদের conscience keeper? আমাদের নীতিবুদ্ধি কি আমরা Identify করব গভর্ণমেন্টের নীতিবুদ্ধির সঙ্গে? By no means. We must receive them and congratulate them openly and whole-heartedly."[১২]

শরৎচন্দ্র প্রথম বন্দিদের হাওড়ায় এই সংবর্ধনা দেওয়ার পরই সারা দেশে বিপ্লবীদের সংবর্ধনার ও প্রশংসা হতে শুরু হল। এর ফলে মুক্ত রাজবন্দীদের দুর্গতি ও লাঞ্ছনা বহুল পরিমানে প্রশমিত হয় এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বিপ্লবীদের মর্যাদাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ : শরৎচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য একদিকে যেমন ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর সাহিত্য সাধনার মধ্যেও দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। দেশপ্রেমের মূল্যবোধের ধারণাগুলোকে তিনি নানা কাহিনীর দ্বন্দ্ব সংঘাতে, শিল্পশৈলী রসের মাধ্যমে অতি সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় মানুষের মনে ও চিন্তায় জাগিয়ে তোলার সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে ব্যক্তিগত জীবনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি 'পথের দাবী', 'অসমাপ্ত জাগরণ' ও অপ্রকাশিত অসমাপ্ত 'আগামীকাল' উপন্যাস রচনা করেন। অসমাপ্ত 'জাগরণ', অসমাপ্ত 'আগামীকাল' এবং 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে বিক্ষিপ্তভাবে সত্যাগ্রহ অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল ভারতের খণ্ড চিত্র চিত্রিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর 'তরুণের বিদ্রোহ', 'সত্য ও মিথ্যা' (1922) প্রবন্ধগুলির মধ্যেও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর অগ্নিগর্ভ প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছিল। এইসব রচনার মধ্যে তার রাজনৈতিক চিন্তা ও জাতীয়তাবোধের কথা বিশেষভাবে পাওয়া যায়। এমনকি তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলিতেও বিচ্ছিন্নভাবে স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পাই।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রশ্নে, বিশেষত বিপ্লববাদের প্রশ্নে সেই যুগে তিনিই একমাত্র চিন্তানায়ক যিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

> "কখনও কোন দেশেই শুধু শুধু বিপ্লবের জন্যেই বিপ্লব আনা যায় না। অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের চেষ্টায় কেবল রক্তপাতই ঘটে, আর কোন ফললাভ হয় না। বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য ধরে তার প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব-পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে।"[১৩]

অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন রাজনৈতিক বিপ্লবের আগে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রয়োজন। তাই 'পথের দাবী'তে সব্যসাচী শশী কবিকে বলছেন—

> "প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন ধর্ম, সমাজ, সংস্কার সমস্ত ভেঙে চুরে ধ্বংস হয়ে যাক্, এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই।"[১৪]

শরৎচন্দ্রের এই যে দৃষ্টিভঙ্গী, তা শরৎসাহিত্যের ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত। আপাতদৃষ্টিতে 'পথের দাবী' হয়তো তার একমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস। কিন্তু তাঁর লেখা সমস্ত গল্প, উপন্যাস বা প্রবন্ধে সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক নানা সমস্যা, ধর্মান্ধতা, নরনারীর সমস্যা, অত্যাচার অনাচার নিয়ে যা কিছু তিনি প্রতিফলিত করেছেন তার সবটাই রাজনৈতিক বিপ্লবের জমি প্রস্তুত করার অপরিহার্য প্রয়োজনে, সামাজিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্যে। বাস্তবিকপক্ষে এটাই নবজাগরণের যথার্থ ভূমিকা।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 295 - 303
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'পথের দাবী' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারা : ১৯২৬ সালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথের দাবী' উপন্যাসের প্রকাশ ঔপনিবেশিক ভারতে সাহিত্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই উপন্যাসে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কঠোর সমালোচনা লক্ষ করা যায়। এই উপন্যাসের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র একদিকে যেমন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ, অত্যাচার ও কূটনৈতিক কৌশল অত্যন্ত নগ্নভাবে উন্মোচিত করেছেন তেমনি বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে এই ধরনের ব্রিটিশ বিরোধী মতামত প্রকাশ করা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সব্যসাচী প্রকৃতপক্ষে লেখকের আদর্শিক প্রতিরূপ। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত। এই উপন্যাসে সব্যসাচীর মুখে উচ্চারিত বক্তব্যসমূহের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে। সব্যসাচীর লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটিমাত্র সাধনা। এই আমার ভাল, এই আমার মন্দ, —এ ছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথাও কিছু নাই।"[১৫]

এই উক্তি শরৎচন্দ্রের অটুট দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ প্রতিশ্রুতির পরিচায়ক। এমনকি বিভিন্ন বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং তাঁদের জীবন থেকে সংগৃহীত অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসের পটভূমি নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। শরৎচন্দ্র নিজে বহরমপুরে এক সভায় যুবকদের বলেছেন, "আমি কোন বিশিষ্ট একজনকে আদর্শ করে সব্যসাচী চরিত্র অঙ্কন করিনি। তার গুণাবলি অনেক চরিত্র থেকে নেওয়া। এই রকম একটা লোক আসুক, যে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধা অতিক্রম করে লড়াই করে যেতে পারবে। এটাই আমি চেয়েছি। সেই আদর্শটাই তোমাদের কাছে তুলে ধরার জন্য আমি বইটা লিখেছি। সব্যসাচী তোমাদের জন্য"। যে সব্যসাচী একদিকে ধর্ম ও ঐতিহ্যবাদের বিরুদ্ধে, শাশ্বত-সনাতন সত্য ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করছেন, অন্যদিকে শুধু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীই নয়, দেশীয় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেও শ্রমিক বিপ্লবের আহ্বান জানাচ্ছেন, প্রবল দেশপ্রেম ও শোষিত মানুষের প্রতি দরদবোধের অধিকারী, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহসে-তেজে অতুলনীয় চরিত্রের পূর্ণ অধিকারী, যিনি যথার্থ ব্যক্তি স্বাধীনতা-নারী স্বাধীনতা, প্রেম-ভালবাসার মর্যাদা দিচ্ছেন, শরৎচন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলনে এমন নেতৃত্বই চেয়েছিলেন।

'পথের দাবী'-তে বিপ্লব সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের এক গভীর দার্শনিক ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, কেবলমাত্র বিপ্লবের জন্য বিপ্লব কখনও ফলপ্রসূ হতে পারে না; বরং বিপ্লবের প্রকৃত ভিত্তি মানুষের চেতনায় নিহিত। অর্থহীন রক্তপাত নয়, বরং সমাজের অন্তর্নিহিত বৈষম্য, ধর্মান্ধতা, জাতিগত বিদ্বেষ, অর্থনৈতিক শোষণ এবং নারী-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামই প্রকৃত বিপ্লবের পূর্ব শর্ত। এই দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে তিনি রাজনৈতিক বিপ্লবের পূর্বে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অপরিহার্যতার ওপর জোর দেন। এই ধারণারই প্রতিফলন দেখা যায় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সব্যসাচীর বক্তব্যে; তিনি বলেন—

> "কখনও কোন দেশেই শুধু শুধু বিপ্লবের জন্যেই বিপ্লব আনা যায় না। অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের চেষ্টায় কেবল রক্তপাতই ঘটে, আর কোন ফললাভ হয় না। বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়।"[১৬]

যেখানে সামাজিক বিপ্লবের আহ্বান সুস্পষ্ট। সনাতন, জীর্ণ ও অবক্ষয়িত সামাজিক-ধর্মীয় কাঠামোকে ভেঙে ফেলার মধ্য দিয়েই একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা তিনি বলেন। এইভাবে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলে না, বরং সমাজের সামগ্রিক পুনর্গঠনের দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সেই কারণেই উপন্যাসে সব্যসাচীর কণ্ঠে সামাজিক বিপ্লবের আহ্বান ধ্বনিত হয়—

> "প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও... যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন, — ধর্ম, সমাজ, সংস্কার— সমস্ত ভেঙ্গে-চুরে ধ্বংস হয়ে যাক, ... এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই।"[১৭]

'পথের দাবী'-তে শরৎচন্দ্র একই সঙ্গে তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদী' আন্দোলন ও বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের সংগ্রামের নৈতিক ভিত্তিকে বলিষ্ঠভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 295 - 303
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সক্রিয় ভাবে যুক্ত হলেও তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র সশস্ত্র উপায়ে অর্থাৎ বিপ্লবের মাধ্যমেই ভারতের স্বাধীনতালাভ সম্ভব। সে যুগে যাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধী, যাঁরা শান্তিপূর্ণ পন্থায় স্বাধীনতার কথা বলতেন এবং যে ধারাটিই ছিল প্রধান ধারা, তারা মনে করতেন, অশান্তি, বিপ্লব মানেই সর্বনাশ। এর উত্তরে 'পথের দাবীতে তিনি বললেন—

> "... অশান্তি ঘটিয়ে তোলার মানেই অকল্যাণ ঘটিয়ে তোলা নয়। শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেছে জানো? পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যা মন্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে করে তাদের ওমন করে তুলেছে যে, আজ তারাই এই অশান্তির নামে চমকে উঠে, - ভাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল! ...তাই তো দীন-দরিদ্রের চলার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে।"[১৮]

এমনকি অশান্তিতে ভীতদের সম্পর্কে দুঃখ করে সব্যসাচী ভারতীকে বলছেন—

> "বাঁধা গরুকে অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেছ ভারতী? সে দাঁড়িয়ে মরে, তবু জীর্ণ দড়িখানা ছিড়ে মালিকের শান্তি নষ্ট করে না।"[১৯]

তবে শরৎচন্দ্র দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের গুরুত্বকে স্বীকার করলেও তাঁদের ধর্মীয় চিন্তার সমালোচনা করে তাঁদের সঠিক মার্গ দর্শনের চেষ্টা করেছেন। কেন না সে যুগের বিপ্লবীরা অধিকাংশই ছিলেন বিবেকানন্দের ভক্ত। গীতা হাতে নিয়ে তাঁরা 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' প্রভৃতি বিপ্লবী সংগঠনের নেতাদের কাছে দীক্ষা নিতেন। ফলে, ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব বিপ্লবীদের মধ্যেও প্রচণ্ড ছিল। 'পথের দাবী'তে সব্যসাচীর কণ্ঠে শরৎচন্দ্র ঘোষণা করেন—

> "সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, — আদিম দিনের কুসংস্কার, বিশ্বমানবতার এতবড় পরম শত্রু আর নেই।"[২০]

তিনি চেয়েছিলেন, সে যুগের বিপ্লবীরাও যাতে এটা উপলব্ধি করে। এই ভাবে শরৎচন্দ্র তাঁর পথের দাবী উপন্যাসে সব্যসাচীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিপ্লবীদের ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান জানান।

নারীর ভূমিকা সম্পর্কেও শরৎচন্দ্র একটি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন। সুমিত্রা চরিত্রের মাধ্যমে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে, নারী কেবল বিপ্লবের সহায়ক নয়, বরং সক্রিয় বিপ্লবী শক্তি হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে বিপ্লবী আন্দোলনেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

এই উপন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল— শরৎচন্দ্র তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলেননি; তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের কথাও বলেছেন। শ্রমিকদের শোষণ, দারিদ্র্যতা, শ্রমিক ধর্মঘট, এবং ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রভৃতি বিষয়গুলি এই উপন্যাসে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। ফলে বোঝা যায়, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তায় স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর নয়; বরং তা সামাজিক ন্যায় ও অর্থনৈতিক সমতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক মুক্তি এই দুটিই ছিল তাঁর কাছে সংগ্রামের একীভূত লক্ষ্য এবং সেটিই ছিল তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসের রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তি।

উপসংহার : 'পথের দাবী'-তে শরৎচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন : আজ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মের সার্ধশত বছর পরেও তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনা ও বিপ্লবী আদর্শ সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর জীবন ও সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে ঔপনিবেশিক ভারতে সাহিত্য ও রাজনীতি পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। তিনি কেবল জনপ্রিয় কথাশিল্পীই নন, বরং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত একজন সচেতন মনীষী ছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'পথের দাবী'-তে।

এই উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন যে সাহিত্য সমাজ পরিবর্তনের এক কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ এবং যুবসমাজের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও বিদ্রোহী চেতনা সঞ্চারের ক্ষমতা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 295 - 303
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এতটাই প্রবল ছিল যে উপন্যাসটি প্রকাশের পর ব্রিটিশ সরকার এটিকে বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য হয় এবং প্রায় তেরো বছর নিষিদ্ধ রাখে। এই ঘটনাই 'পথের দাবী'-এর রাজনৈতিক তাৎপর্য ও প্রভাবের শক্তিকে নির্দেশ করে। বস্তুত, উপন্যাসটি যেমন তৎকালীন যুবসমাজের কাছে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু যথার্থই মন্তব্য করেছেন—

> "একাধারে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ লেখক, আদর্শ দেশপ্রেমিক ও সর্বোপরি আদর্শ মানব। ... এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, সরকার ও পুলিশ তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। তাঁহার 'পথের দাবী' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল— তিনি কারারুদ্ধ হন নাই, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। কারাবাসজনিত অভিজ্ঞতা লাভ করিলে সেই অভিজ্ঞতার দ্বারা তাঁহার সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হইতে পারিত ... তিনি ছিলেন একজন বিদ্রোহী, তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির যুবসমাজের নিকট এই বিদ্রোহের বাণীই তিনি ছড়াইয়াছেন।"[২১]

এই মূল্যায়ন থেকে প্রতীয়মান হয় যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক পরিচয় তাঁর দেশপ্রেমিক সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

একই সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল ভারসাম্যপূর্ণ ও উদার। তিনি যেমন মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিকে শ্রদ্ধা করতেন, তেমনি সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতিও সহানুভূতিশীল ছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের প্রয়াস গ্রহণ করেন।

সেই যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের কাছে শরৎচন্দ্রের মর্যাদা ছিল অত্যন্ত উচ্চ। ১৯৩৮ সালে গুজরাটের হরিপুরায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বসু বলেন—

> "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণে ভারতবর্ষের সাহিত্য গগন থেকে উজ্জ্বলতর একটি নক্ষত্র অপসৃত হয়ে গেছে ... শরৎচন্দ্র যদি সাহিত্যিক হিসাবে বিরাট হন, তিনি বোধ হয় দেশপ্রেমিক হিসাবে বিরাটতর।"[২২]

এছাড়াও হিজলী জেলের রাজবন্দীদের বক্তব্যে শরৎচন্দ্রকে 'বাংলার বিপ্লবযজ্ঞের অন্যতম ঋত্বিক' এবং 'বিপ্লবের যুগপ্রবর্তক' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল, যা তাঁর বিপ্লবী প্রভাবেরই স্বীকৃতি বহন করে। অতএব, নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্বে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা গভীর দেশপ্রেম, মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং শোষিত-বঞ্চিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা থেকে উৎসারিত। তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাস এই দৃষ্টিভঙ্গির সর্বাধিক সুসংহত প্রকাশ, যেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায় এবং অর্থনৈতিক মুক্তি একত্রে বিন্যস্ত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে 'পথের দাবী' আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দলিল, যা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত চিন্তা, দ্বন্দ্ব এবং আদর্শকে অনুধাবন করতে সহায়তা করে।

Reference:

১. প্রভাকর, বিষ্ণু. আওয়ারা মসীহা, বঙ্গানুবাদ : ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ, দেবলীনা ব্যানার্জী কেজরিওয়াল, কলকাতা : ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১১, পৃ. ১৫৬

২. ঘোষ, অজিতকুমার (ড.). শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭, পৃ. ২১৫

৩. চক্রবর্তী, দুঃখ হরণ ঠাকুর. স্বাধীনতা আন্দোলনে হাওড়া জেলা, কোন্নগর, হুগলী : পাশী এন্টারপ্রাইজ, অক্টোবর ১৯৯৯, পৃ. ১০৫

৪. 'দেশমাতৃকার প্রতি আন্তরিক প্রীতি তাঁহাতে আমরণ বিদ্যমান ছিল। বহু বৎসর যাবৎ তিনি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।'
- বসু, সুভাষচন্দ্র, 'আদর্শ মানব শরৎচন্দ্র', তরুণ মণ্ডল (সম্পা.), শরৎচন্দ্র : অনুপম শৈলীতে ভাস্বর মনীষা, সারা বাংলা ১২৫তম শরৎচন্দ্র জন্মবার্ষিকী কমিটি, কলকাতা, পৃ. ১২২

৫. প্রভাকর, বিষ্ণু. আওয়ারা মসীহা, বঙ্গানুবাদ : ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ, দেবলীনা ব্যানার্জ্জী কেজরিওয়াল, কলকাতা : ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১১, পৃ. ১৫৯

৬. কুমার, শ্রী মদনমোহন (সম্পা.). শরৎচন্দ্র, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (১৯৭৬), পৃ. ৮৭

৭. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, 'তরুণের বিদ্রোহ', শরৎ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : শুভম প্রকাশন, পৃ. ৮৯৯

৮. কুমার, শ্রী মদনমোহন. (সম্পা.), শরৎচন্দ্র, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (১৯৭৬), পৃ. ৯৪

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ. (সম্পা.), শরৎ মেলা, শরৎ জন্ম শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য ও জন সংযোগ বিভাগ, ১৯৭৭, পৃ. ৭

১০. রায়, গোপালচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, কলকাতা : আনন্দ প্রকাশন, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ২০০৩, পৃ. ১২৮

১১. চট্টোপাধ্যায়, শচীনন্দন. শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, কলকাতা : গুপ্ত ফ্রেন্ডস এণ্ড কোং পুস্তক প্রকাশ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৮

১২. চট্টোপাধ্যায়, শচীনন্দন. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১৩. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. 'তরুণের বিদ্রোহ', শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা : শুভম প্রকাশন, পৃ. ৯০১

১৪. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. 'পথের দাবী', শরৎ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা : শুভম প্রকাশন, পৃ. ১৭৭

১৫. পথের দাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

১৬. পথের দাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

১৭. পথের দাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

১৮. পথের দাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

১৯. পথের দাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

২০. পথের দাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

২১. বসু, সুভাষচন্দ্র. 'আদর্শ মানব শরৎচন্দ্র', তরুণ মণ্ডল (সম্পা.), শরৎচন্দ্র: অনুপম শৈলীতে ভাস্বর মনীষা, সারা বাংলা ১২৫তম শরৎচন্দ্র জন্মবার্ষিকী কমিটি, কলকাতা, পৃ. ১২২

২২. Netaji Subhas Chandra Bose. 'Presidential Address at the 51st Session of the Indian National Congress, Haripura, 1938'. Netaji Subhas Foundation.